

নতুন সাজে সবার মাঝে

ALANKAR



অলঙ্কার

যশোহর রোড • বনগাঁ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

M : 9733901247

যশোর রোডের মরা গাছ কাটার আবেদন জানিয়ে জেলা শাসককে চিঠি দিলেন বনগাঁর চেয়ারম্যান

প্রতিনিধি : বনগাঁ শহরের যশোর রোডের দু'পাশে বহু প্রাচীন গাছ মরে শুকিয়ে গিয়েছে। বহু গাছের ডাল শুকিয়ে বিপদজনক অবস্থায় বুলে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোন সময়ে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত মরা গাছ এবং ডাল কাটার আবেদন জানিয়ে জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদীকে শনিবার চিঠি দিলেন বনগাঁর চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। চিঠিতে তিনি বলেছেন, বনগাঁ শহর এখন মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। দ্রুত মরা গাছ ও ডাল কাটানো না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। গোপাল বাবু বলেন বনগাঁ শহরে ৮০ থেকে ৯০ টি গাছ মরা বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। জেলাশাসককে আমরা জানিয়েছি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই মরা গাছগুলি না কাটলে আমরা পৌর আইন অনুযায়ী দ্রুত নিজেরাই কাটার ব্যবস্থা করব। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মরা গাছগুলির মূল্য নির্ধারণের কাজ করছে বনদপ্তর। ওই রিপোর্ট হওয়ার পরেই আমরা টেন্ডার ডেকে দ্রুত গাছ কাটার ব্যবস্থা করব।



যশোর রোডের মৃত/মৃতপ্রায় গাছ। ফাইল চিত্র

সরকারি সম্পত্তি দখল করে জেলা পার্টি অফিস বানানোর অভিযোগ

প্রতিনিধি : স্টেশন সংলগ্ন রেলের কোয়ার্টার দখল করে দলীয় জেলা কার্যালয় তৈরীর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। গাইঘাটার থানার ঠাকুরনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ঠাকুরনগর স্টেশন থেকে ডিলছোড়া দূরত্বে বনগাঁ জোনের 7/CDP নম্বরের একটি কোয়ার্টার আছে। কিছুদিন ধরে স্থানীয়রা লক্ষ্য করে, কোয়ার্টারের আশেপাশের এলাকা বিজেপির পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি কোয়ার্টারের সামনে ভারতীয় জনতা পার্টির বনগাঁ সংগঠনিক জেলা কার্যালয় লেখা বোর্ড লাগানো হয়েছে। যে সাইনবোর্ডে একদিকে যেমন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর ছবি আছে, তেমনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য ও বনগাঁ জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষের ছবি। তৃণমূলের অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন পূর্ব রেলের সরকারি

কোয়ার্টার দখল করে বিজেপির জেলা কার্যালয় চালাচ্ছে বনগাঁর বিজেপি নেতারা। আর এই ছবি সামনে আসার পরই সরকারি সম্পত্তি দখলের অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে বলে আইন না মেনে, গায়ের জোরে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি দখল করছে বিজেপি।

বনগাঁ জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকারে আছে বলে সরকারি সম্পত্তি দখল করে পার্টি অফিস তৈরি করছে, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে এরা সাধারণ মানুষের ওপর বুলডোজার চালাবে। অভিযোগ অস্বীকার করে বনগাঁ জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ দাবি করেন, সরকারি কোয়ার্টার দখল করা হয়নি, এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল সেখানে সবাই নোংরা ফেলতো, যে কারণে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হতো, বিজেপির পক্ষ থেকে এলাকা সংস্কার করে দলীয় কর্মসূচির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন বিজেপির পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে দাবি পার্থর

প্রতিনিধি : যারা এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিচ্ছেন, যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড আছে, তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে পাড়ার বিজেপি নেতাদের গামছা দিয়ে বেঁধে আটকে রাখার নিদান দিলেন তৃণমূল নেতা তথা ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

রবিবার তৃণমূলের গোপালনগর দুই ব্লকের বিজয়া সম্মেলন ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্থ ভৌমিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। সেখানেই পার্থ বাবু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। বৈধ কোন ভোটারের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন কমিশন যদি বাদ দেয়, তাহলে বিজেপি নেতাদের গামছা দিয়ে আটকে বেঁধে রাখবেন বলবেন আগে ভোটার তালিকায় নাম তুলে দাও। পাশাপাশি পার্থবাবু এদিন

তৃতীয় পাতায়...

টোটোতে লাগাম টানতে উদ্যোগী রাজ্য

প্রতিনিধি : রাস্তায় ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে ওঠা টোটোতে এবার লাগাম টানতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে টোটো চলাচলে আসতে চলেছে নতুন নিয়ম।

রাজ্যের পরিবহন দপ্তর জানিয়েছে, এবার থেকে টোটো চালাতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে লাগাতে হবে নম্বর প্লেট ও কিউআর কোডযুক্ত বিশেষ রেজিস্ট্রেশন ট্যাগ। অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজ্যে ঠিক কত সংখ্যক টোটো চলছে, তার কোনও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই সরকারের কাছে। তাই হঠাৎ করে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হলে বহু মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেই কারণেই বিশেষ পরিকল্পনা ও পর্যায়ক্রমে চিহ্নিতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে টোটো ও তাদের রপ্ট চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন শেষ হওয়ার পর আর নতুন কোনও টোটো নামবে না রাস্তা

য়। নির্দিষ্ট করা হয়েছে ফি-ও। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১,০০০ টাকা, এবং ছয় মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে মোট ১,২০০ টাকা দিতে হবে বার্ষিকভাবে। টোটোগুলিকে বীমার আওতায় আনারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েছেন বনগাঁ আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ ও ইউনিয়নের সভাপতি শঙ্কর আঢ্য। তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর এই মানবিক সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন টোটো চালকদের জীবিকার সুরক্ষা বজায় থাকবে, অন্যদিকে শহরের যানজটও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে। তাঁরা আরও জানান, বনগাঁসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় টোটো চালকদের চিহ্নিতকরণের কাজ দ্রুত শুরু হবে। প্রতিদিন গ্রামাঞ্চল থেকে বহু মানুষ শহরে এসে টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের বিষয়টি মাথায় রেখেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। পরিবহন দপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে টোটো চলাচলে শৃঙ্খলা ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখন দেখার, নতুন এই উদ্যোগে শহরের যানজট কতটা নিয়ন্ত্রণে আসে।



UNICORN



COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।

Mob. : 9734300733

অফিস : কোর্ট রোড, লোডাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ



Behag Overseas



Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA,
RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI,
LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

সার্বভৌম সমাচার

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বর্ষ ০৯ □ সংখ্যা ৩১ □ ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ □ বৃহস্পতিবার

হটমেলার প্রিয় বাংলা

হটমেলা। বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। অর্থ দাঁড়ায় এমন— বিচিত্র কিসিমের জিনিসে পূর্ণ এবং বিপুল জন সমাগমে পূর্ণ অনুষ্ঠান প্রাপ্ত। আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ কি বর্তমানে তাই? উত্তর দেবে বিদ্বজ্জনে বা রাজনৈতিক বিশ্লেষকে। বর্তমান বাংলার পরিস্থিতি যে কেমন, তা ঠিক এক জায়গায় বা স্থানে বসে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বা কোন প্রিন্টিং মিডিয়া বা নিউজ চ্যানেলে চোখ রেখে দেশের সার্বিক অবস্থা বুঝে নেওয়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ তো আবার সব সময় এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। তবুও সচেতন ব্যক্তিবর্গ চোখ রাখে খবরের কাগজে বা নিউজ চ্যানেলে। আমরা বাঙালী। তাই চলে আসে বাংলার কথা তথা পশ্চিমবঙ্গের কথা। সরকার পক্ষ বলে, সব ঠিক চলছে, কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে। অবশ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ও একথা বলেছিলেন। এত বড় রাজ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। আবার বিরোধীপক্ষ বলেছে— সবই দুর্নীতি, চুরি, রাহাজানি। তার জন্য হচ্ছে ডেপুটেশন, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সম্প্রতি একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটেছে। উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার গোপালনগরে। নিজের দলের প্রধান এবং সহ সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে দলেরই উপ-প্রধান। দল রাজ্য সরকার অর্থাৎ তৃণমূল। বিরোধী পক্ষ অবশ্য হাততালি দিয়ে নিজেদের প্রথাগত সুর বাজিয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ বলছে— এসব তো চলতেই থাকে। বাড়তি বোঝা টোটোর উপরে। আসলে সরকারের রোজগার বাড়ানোর কৌশল, সব মিলিয়ে আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ এখন হটমেলা।

সবার উপরে মানুষ সত্য :
প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

রাষ্ট্রপক্ষের রিপোর্ট যখন ECOSOC পর্যালোচনা করবে, তখন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থা (যেমন WHO স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে) মতামত দিতে পারবে। এভাবে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন তৈরি হয়।

ধারা ২০ : ECOSOC সুপারিশ ও রিপোর্টের সারসংক্ষেপ (ECOSOC's Recommendations)

ECOSOC প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে সাধারণ প্রকৃতির সুপারিশ জারি করতে পারে।

ECOSOC রাষ্ট্রপক্ষ ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার রিপোর্টের একটি সারসংক্ষেপ

প্রস্তুত করবে। সেই সারসংক্ষেপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (UNGA) উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ রিপোর্ট জাতিসংঘের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থায় পৌঁছায়।

ধারা ২১ : সাধারণ সুপারিশ (ECOSOC's Recommendations)

ECOSOC মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ (General Assembly)-এর কাছে একটি সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন জমা দেবে। ECOSOC রিপোর্টের ভিত্তিতে সাধারণ সুপারিশ (General Recommendations) করতে পারে। সুপারিশগুলো UNGA ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর কার্যক্রম উন্নয়ন ঘটানো হয়।

চলবে...

ভ্রমণ :



অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

কোচিতে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে ফোর্ট কোচি, কেরালা কথাকলি সেন্টার, চেরাই বিচ, মেরিন ড্রাইভ, মাতানচারি প্রাসাদ, সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ, সান্তাক্রুজ ব্যাসিলিকা, বলগাটি প্রাসাদ, উইলিংডন দ্বীপ, এবং কোচি ব্যাক-ওয়াটার্স।

১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল ৭ টায় কোচি থেকে আমরা বেরিয়েছি মুন্নারের উদ্দেশ্যে। কোচি থেকে মুন্নারের দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। পথে যেতে যেতে আমরা সাইট সিন করবো। যেতে যেতে আমরা একটি জলপ্রপাত দেখলাম নাম চিয়াপ্পারা। আমরা চলেছি ট্রাভেলার গাড়িতে।

উপন্যাস

গত সপ্তাহের পর...

সেখানে যদি একবার ঢুকে বসে থাকতে পারো, তবে কেউ আর তোমাকে খুঁজে পাবে না।"

মনে মনে ভাবলাম, আমার দাদুর এই অসাধারণ কথাটার অর্থ বুঝে প্রয়োগের সময় আগত। আমার আয়ত্বের বাইরের বিষয় নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। আমার চিন্তা আমি করি।

মিতা সবকিছু দেখল, শুনল। চুপচাপ থেকে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কী হল। স্বাভাবিক, মেয়েরা মেয়েদের মন বোঝে। একটা ব্যাপারে সবার অভিব্যক্তির প্রকাশ একই রকম। নিজের জিনিসটা সামলে রাখতে চায়। অন্য কারোর দখলদারি পছন্দ করেনা। নিশ্চয়ই এই মেয়েটার সাথে আমার কোনও যোগ আছে এটা মিতা বুঝতে পেরেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েটা কে?"

আমি সত্যি কথাটাই বলে দিলাম, "ও আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আমার বন্ধুর বোনও বটে। এ ক'দিন ছিলাম না

ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য কেরালা

[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]

চিয়াপ্পারা জলপ্রপাতটি অতি সুন্দর। এটি মুন্নার এর কাছে অবস্থিত এবং কোচি-মাদুরাই হাইওয়ের(NH-49)পাশে অবস্থিত ও এটি সাতটি ধাপে নেমে আসে এবং ট্রেকিং ও রক ক্লাইমিং করার জন্য একটি চমৎকার স্থান। কেরালার এই জলপ্রপাতটি ইদুক্কি জেলায় অবস্থিত। এই জলপ্রপাতটি পশ্চিমঘাটের সবুজ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মুন্নার যাওয়ার পথে বেশ কিছু মসলা বাগান দেখালো। এইগুলি খুবই জনপ্রিয় অভিজ্ঞতা! এভারেস্ট গ্রীন স্পাইস, এটি মুন্নার যাওয়ার রাস্তার পাশেই পড়ে। এখানে এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন মসলার চাষ করা হয় ও এই গাছগুলি দেখে এবং মসলা বাগানে ঘুরে অনেক মসলার গন্ধ পাওয়া যায় যা উপভোগ এর মতই। মুন্নারের

আশেপাশে আরো অনেক ছোট বড় মশলা বাগান রয়েছে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এগুলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মসলা বাগানে ঘুরলে বিভিন্ন মসলা গাছ যেমন এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ জায়ফল ইত্যাদি দেখা যাবে। এছাড়াও কিছু বাগানে ভ্যানিলা এবং কফি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটাচলা করবার সময়ে মসলার সুগন্ধ আপনার মনকে মুগ্ধ করবে। মুন্নারের দিকে যাওয়ার পথে আমরা থেক্সাডির মসলা বাগানে নেমে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলাম। এছাড়াও মুন্নারের বিখ্যাত ১০ টি মসলা বাগানের সন্ধান পাওয়া গেল--

১. কারমেলাগিরি এলিফ্যান্ট পার্ক এবং স্পাইস গার্ডেন।

২. মসলা গাছ মুন্নার-- স্পাইস ট্রি চলবে...

বেঙ্গালুরু উবাচ ১



পীযুষ হালদার

তো! তাই বোধহয় খোঁজখবর নিতে এসেছিল!"

মিতা জানতে চাইলো, "ও তাহলে তোমাকে মুখ ভেঙালো কেন?"

আমি সহজ কথাটা আরও সহজ ভাবে বললাম, "আমি জানব কি করে! এসব মেয়েলী ব্যাপার।"

মিতা হেসে বলল, "তুমি জানো না তোমাকে দেখে মুখ ভাঙালো কেন! আমার ক্ষেত্রে এরকম হলেও আমিও মুখ ভাঙাতাম। ওর মুখ ভেঙানোর কারণ তোমার সঙ্গে আমি বসে গল্প করছি। এটা মেয়েদের সাধারণ ঈর্ষা বোধ থেকে আসে। ও তোমাকে

ভালোবাসে। ওকে কষ্ট দিও না। আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিও। আমি ওর ভুল ভাঙিয়ে দেবো।

বললাম, "এসব ব্যাপারে আর খুঁচিয়ে ঘা করার দরকার নেই। আর মাত্র দুটো তিনটে মাস। তারপর ও কোথায় থাকবে, আর আমি কোথায় থাকব তার ঠিক ঠিকানা থাকবে না। আমাদের হয়তো আর দেখাই হবে না।

মিতা খুব কষ্ট পাওয়া চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, "সে কী কথা! তুমি কখনও এতটা নিষ্ঠুর হতে পারো না। এইটুকু বয়সে ও যে ব্যথা পাবে সারা জীবনের মতো ওর মনে পুরুষ মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্ম নেবে।"

বললাম, "আমি দায়বদ্ধ। আমার দিদি জামাইবাবুর কাছে, আমার বাড়ির আর সকলের কাছে। আমাকে আগে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি জোগাড় করতে হবে। তারপরে অন্য চিন্তা।"

চলবে...

স্থান, মাহাত্ম্য, ঐতিহ্য বিজড়িত বারাসাতের কালীপূজা

সুদীপ গুহ : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসব শেষ হতে না হতেই দিকে দিকে চলছে কালী পূজার প্রস্তুতি। মূলত অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক রূপে কালী পূজা করা হয়। এটি উদযাপন করে বোঝানো হয় যে, দেবী কালী তার ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সমস্ত অশুভ শক্তিকে পরাজিত করেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত হয় এই কালীপূজা, যা নিয়ে বাঙালির মধ্যে যথেষ্ট আবেগ ও উৎসাহ দেখা যায়। এই অমাবস্যা তিথি দীপান্বিতা অমাবস্যা নামেও পরিচিত। কালীপূজা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, আসাম, ত্রিপুরা সহ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও মহা সমারোহের সাথে পালিত হয়। নবদ্বীপের এক তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ প্রথম কালী মূর্তির প্রতিমা পূজা প্রচলন করেন। যদিও এর আগে কালীর উপাসকেরা তাম্রপটে বা

খোদাই করে কালী সাধনা করতেন। শারদ উৎসব বললে যেমন কলকাতা, জগদ্ধাত্রী পূজা বললে যেমন চন্দননগরের কথা সকলের মনে আসে। ঠিক তেমনই কালী পূজার কথা বললেই দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের কথা সকলের মনে আসে। শহরের দূরত্ব কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার। বারাসাতের কালীপূজা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বৃহত্তম। যা কলকাতার দুর্গাপূজার সমতুল্য বলা যেতে পারে। এখানে যেমন থিমের বৈচিত্র্য নজর কাড়ে তেমনই প্রতিমার গড়ন, অলংকরণ দর্শকদের মুগ্ধ করে। উৎসবের দিনগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম চোখে পড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন এই পূজা মন্ডপগুলিতে। এই সময়ে প্রশাসনকেও যথেষ্ট সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। পূর্ব রেলের তরফে এই সময় রাতে অতিরিক্ত ট্রেন চালাতেও

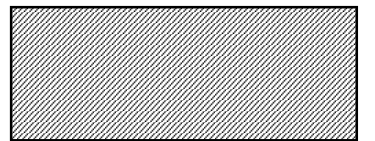
দেখা যায়। বারাসাতের পাশাপাশি মধ্যমগ্রাম, নৈহাটি, বাগদার পূজাও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

পূজামণ্ডপ গুলিতে কালী মায়ের পাশে শিব এবং দুই বিখ্যাত কালি সাধক রামকৃষ্ণ ও বামাক্ষ্যাপা কেউ দেখা যায়। বারাসাতের বহু পুরনো জাগ্রত বেশ কিছু কালী মন্দির এই উৎসবকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। প্রাচীন কালী মন্দির গুলির মধ্যে প্রায় ৫০০ বছরের পুরাতন বারাসাত কাজীপাড়ার ডাকাত কালী মন্দিরের কথা সবার প্রথমে বলতে হয়। কথিত আছে, রঘু ডাকাত ও তার ভাই বিধু ডাকাত ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে এই মন্দিরে পূজা দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বার হতেন। এখানে একটি অষ্টধাতুর মূর্তি ছিল। যদিও পরবর্তীতে তা চুরি হয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ আছে। তাকেই স্থানীয় মানুষেরা কালীমাতা

রূপে ভক্তিভরে পূজা করেন। প্রাচীন কালী মন্দিরগুলির পাশাপাশি চোখে পড়ে বারাসাতে একাধিক বড় বাজেটের পূজা মন্ডপ এবং তাদের অভিনব থিম। উৎসবের আমেজে আলোক শয্যা মুখরিত হয়ে ওঠে এই শহর। ইতিমধ্যেই যার প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। বারাসাতের বড় পূজা মণ্ডপগুলির মধ্যে অন্যতম কে. এন. সি রেজিমেন্ট, রাইজিং স্টার কিশোর স্পোর্টিং ক্লাব, পাইওনিয়র অ্যাথলেটিক ক্লাব, ন'পাড়া কল্যাণ সমিতি, সন্ধানী ক্লাব, নবপল্লী অ্যাসোসিয়েশন বলাকাবন্দ, রেজিমেন্ট ক্লাব প্রভৃতি। কে.এন.সি রেজিমেন্টে এবারে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। পাইওনিয়র ক্লাব তাদের দর্শকদের উপহার দেবে মাইসোর প্যালেস। সন্ধানী ক্লাব উপহার দেবে মায়াপুরের ইসকন মন্দির। দক্ষিণ ভারতের স্বামী নারায়ণ মন্দিরের

আদলে মন্ডপ তৈরি করছেন নবপল্লী অ্যাসোসিয়েশন বলাকাবন্দ। পাশাপাশি ঝিনুক দ্বারা সজ্জিত হবে তাদের মাতৃ প্রতিমা। ন'পাড়া কল্যাণ সমিতিতে এলে দেখা মিলবে ১৬ ফুট উচ্চতার বিশাল মাতৃ প্রতিমা। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে তাদের পূজা মন্ডপকে তুলে ধরবেন রেজিমেন্ট ক্লাব। প্রতিবারের মতো এবারেও স্থান, মাহাত্ম্য, ইতিহাস, জনশ্রুতি মিলেমিশে থাকবে বারাসাতের কালীপূজায়।

অপেক্ষা আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকদিনের। তার পরই এই মাতৃআরাধনায় মেতে উঠবে বারাসাতবাসীর পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যবাসী। আলোক রোশনাই আর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে বারাসাত থাকবে উৎসবের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে।



গাইঘাটার বকচরায় বিজেপি শিবিরে রক্ত দিলেন ৭১জন

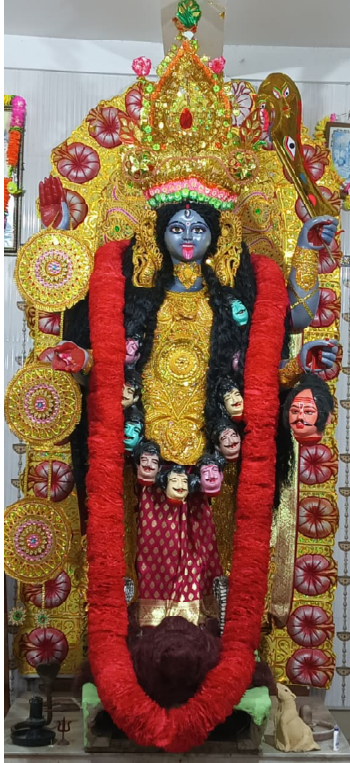
নীরেশ ভৌমিক : বিগত বছরগুলির মতো এবারও শারোদৎসবের পর বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে ভারতীয়



জনতা পাটির বনগাঁ দক্ষিণ বিধাণ সভার মণ্ডল- ২ কমিটি, গত ১৬ অক্টোবর সকালে বকচরা বাজার পার্শ্বস্থ বিজেপির দলীয় কার্যালয় অঙ্গনে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের দলীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার, দলনেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রবীর রায়, প্রাক্তন সৈনিক দীপঙ্কর মণ্ডল, সম্রাট রায় ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী অর্পনা মণ্ডল এবং দলনেত্রী ও স্থানীয় ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান টুসি

রায় সেন প্রমুখ। সমবেত বিজেপির নেতা ও কর্মীগণ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময় করেন। এদিনের অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে বনগাঁ জে. আর. ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডা. পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৭১ জন বিজেপি কর্মী সমর্থকের রক্ত সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিসে আসেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ভূতপূর্ব সভাপতি দেবদাস মণ্ডল, দলের বিশিষ্ট নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাস, অমর সাহা, তপন দাস, তনয় সাহা প্রমুখ। এদিনের বিজয়া সম্মেলন ও স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরকে ঘিরে দলের সর্বস্তরের কর্মি ও সমর্থকগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। কচি-কাঁচাগণ পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে। দলনেত্রী অর্পনা মণ্ডলের সুচারু পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।



ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি ও ছেকাটি এগিয়ে চলো নবীন সংঘ। ছবি : নীরেশ ভৌমিক

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের
জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING
UNICORN
Mob.:9734300733

রাস্তার ধারে জঞ্জালের স্তুপ, মুস্ক পথচারিরা

নীরেশ ভৌমিক : চাঁদপাড়া-ঠাকুরনগর সড়কে ঢাকুরিয়া চৌমাথা মোড় সংলগ্ন চৌধুরী বাগানের পুকুর ধারে জঞ্জাল আবর্জনার পাহাড় জমে উঠেছে। রাস্তার ধারে শুধু বাচ্চাদের পায়খানা, প্রসারের ন্যাকড়া নয়, বাজারের মুরগীর মাংসের ও মাছের দোকানের বর্জ্য বাগে বা বস্তায় ভরে ফেলে রেখে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। মরা কুকুর-বেড়ালের দেহও ফেলে যাচ্ছে এখানে। পচা মাছ মাংসের ছাটের দুর্গন্ধে এলেকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পচা খাবারের গন্ধে কুকুরদের অনাগোনা বাড়ছে। অথচ পাশেই রয়েছে- হনুমানজীর মন্দির। সেখানে নিয়মিত পুজো-অর্চনা হয়ে থাকে।

চৌধুরীদের কুকুর পার্শ্বস্থ রাস্তার ধারে এই জায়গাটিতে এখনও বাড়ি-ঘর তৈরি না হওয়া জঞ্জালের ভাটি হয়ে উঠেছে। অথচ এই নির্জন স্থানে আগে ফুল চাষিরা ফুলের দাম না থাকায় ফুল বেচতে না পেরে ঠাকুরনগর ফুল বাজার থেকে ফেরার পথে এই ফাঁকা জায়গাটিতেই

বস্তা-বস্তা ফুল ফেলে যেত। সেই জায়গাটাই এখন জঞ্জালের পাহাড় হয়ে উঠেছে। এলেকার মানুষজন এই স্থানের দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে এলেকায় জঞ্জালের ভাটি তৈরির দাবি জানাচ্ছেন।



নির্বাচন কমিশন বিজেপির পার্টি অফিসে প্রথমপাতার পর...

তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখন থেকেই আপনারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবেন। কর্মসূত্রে যারা বাড়ির বাইরে বা অন্য রাজ্যে থাকে, তাদের দ্রুত ফিরে আসতে বলবেন। তা না হলে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেবে।

এদিন বিশ্বজিৎ বাবু তৃণমূলের একাংশের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দলের মধ্যে কেউ উপদল তৈরির চেষ্টা করলে সিপিএম বিজেপি নয়, প্রথম আঘাত আনবো তাদের উপর। আগামী দিনে তাদের বুঝে নেব। পার্থবাবুর মন্তব্যের সমালোচনা করে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, তৃণমূল জানে এস আই আর হলে তারা ক্ষমতায় থাকবে না। সে কারণে আতঙ্কিত হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তৃণমূল নেতারা।

নাম /পদবী

আমি Sahil Mondal, বয়স ২৭ বছর, পিতা- Asraf Mondal, গ্রাম- চামটা, পোঃ- গরিবপুর, থানা- গোপালনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭১০। আমার বাবার প্রকৃত নাম Asraf Mondal যা নথিভুক্ত আছে আমার ভোটার কার্ড (UEC1712694), আধার কার্ড (3155 7280 8480) এবং স্কুল সার্টিফিকেটে (Roll- 102791B, No.- 0027)। কিন্তু আমার জন্ম শংসাপত্রে (Regd. No.- 69, Dt.- 12/03/1998) আমার বাবার নাম Ashraf Mondal এর পরিবর্তে Ashraf Mondal নথিভুক্ত আছে। আমি গত ইংরাজী ১৮/০৯/২০২৫ তারিখে বনগ্রামের এ.সি.জে.এম আদালতের ১১৭৩১নং হলফনামা বলে ঘোষণা করেছি, আমার পিতার নাম Asraf Mondal ও Ashraf Mondal এক ও অভিন্ন।

ঘোষণাপত্র

আমি Namita Das, জন্ম তারিখ- ১০/০৯/২০০১, পিতা- ননি গোপাল দাস, ঠিকানা গ্রাম- কামদেবপুর, পোঃ- গরিবপুর, থানা- গোপালনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা হইতেছি এবং পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের একজন বাধ্য নাগরিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার আছে। কোরান এবং হাদিশ এর পবিত্রতার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আমি নিজেকে মুসলিম ধর্মের সারমর্ম, মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান সর্বপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেছি। আমি যে একটি হিন্দু ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছি তার অনুপ্রেরণায়, আমি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করতে চাই। ইংরাজী ১৫/১০/২০২৫ তারিখে বনগ্রাম নোটারী অফিসার জয়দেব হালদার মহাশয়ের নোটারিয়াল হলফনামা বলে আমি একজন মুসলিম হিসাবে Namita Mondal নামে পরিচিত হলাম।

ঘোষণাপত্র

আমি Tulu Mondal, জন্ম তারিখ- ০৫/০২/১৯৮৮, পিতা- সত্য বিশ্বাস, ঠিকানা গ্রাম- গোপালপুর, পোঃ- রামনগর, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা হইতেছি এবং পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের একজন বাধ্য নাগরিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার আছে। কোরান এবং হাদিশ এর পবিত্রতার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আমি নিজেকে মুসলিম ধর্মের সারমর্ম, মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান সর্বপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেছি। আমি যে একটি হিন্দু ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছি তার অনুপ্রেরণায়, আমি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করতে চাই। ইংরাজী ০৮/১০/২০২৫ তারিখে বনগ্রাম নোটারী অফিসার জয়দেব হালদার মহাশয়ের নোটারিয়াল হলফনামা বলে আমি একজন মুসলিম হিসাবে Tulu Mondal নামে পরিচিত হলাম।



পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বনগাঁ আঞ্চলিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ১২/১০/২০২৫ বাৎসরিক মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। একই সাথে হলো গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বনগাঁ আঞ্চলিক কমিটির শারদীয় পত্রিকা 'সময়ের রোদুর' এর শুভ উদ্বোধন। সংগঠনের সদস্য/সদস্যা ও বিশিষ্ট গুণিজনের আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সুন্দর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানটি বনগাঁ বর্ণপরিচয় সভাকক্ষে হয়।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান দত্তপুকুর দৃষ্টির সংবাদদাতা : গত ১১ অক্টোবর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদেশে নবজাগরণের দূত বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬ তম জন্ম জয়ন্তী মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার সদস্যগণ। এদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন ছাড়াও বিজয়া সম্মেলন উদ্‌যাপন করা হয়।

নারীর প্রথম পছন্দ...

9153558306

সুজাতা

অ্যাড্‌ প্যালামে

অভিজাত শাড়ি বিপনী

হ্যান্ডনুম • মিস্ক • তাঁত • ছাপা • ফ্যামি

শ্রোঃ- জয়দেব বর্দম

অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে।

SUJATA BHAKTA BARDHAN

9851234367

স্থান : চাঁদপাড়া ৩ নং স্টেশনের পশ্চিম পাশে (ঢাকুরিয়া)

জাতীয় কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক : বিগত বছরগুলির মত এবারও সাড়ম্বরে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের গাইঘাটা ব্লক কংগ্রেস-১ কমিটি। গত ১২ অক্টোবর অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারের ব্লক কমিটি কার্যালয়ে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে ব্লক সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের আহ্বানে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও জেলার কয়েকজন নেতাও উপস্থিত হন। দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ব্লকের বর্ষিয়ান নেতৃত্ব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমলেন্দু রায়, ভূতপূর্ব জেলা সভাপতি ও বিশিষ্ট দলনেতা অমিত মজুমদার, সালাউদ্দিন ঘরামী, হিরণ্যু দাস, প্রদীপ বিশ্বাস, মনোতোষ সাহা,



কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, সত্যপদ মন্ডল, আইনজীবী অনিমেস দাস ও যুবনেতৃত্ব বিশ্বজিৎ নন্দী প্রমুখ। দলের গাইঘাটা ব্লক-১ কমিটির সভাপতি পার্থ বাবু উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সহ সমবেত সকলকে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পরস্পরের মধ্যে

বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ব্লক নেতৃত্ব সকলকে চা ও মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত করেন। বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে নেতৃবৃন্দ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে দলকে শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলার ব্যাপারে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং সেই সঙ্গে ইছামতী ও যমুনা নদী সংস্কার, জাতীয় সড়ক যশোর রোড সম্প্রসারণ এবং বনগাঁ-বাগদা রেলপথ নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু করার দাবিতে সাধারণ মানুষজনকে সাথে নিয়ে আন্দোলনে নামার কথা বলেন। দলনেতা অমিতবাবু আগামী ১৫ অক্টোবর বসিরহাটে দলের আসন্ন বিজয়া

সম্মেলনে সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান। পরবর্তীতে ৩১ অক্টোবর প্রয়াত দলনেত্রী দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বনগাঁ ও বাগদাতে কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আগামীতে এ আইসিসি সদস্য অধীর চৌধুরীকে নিয়ে জেলায় বড় সভা করার ব্যাপারেও আলোচনা হয়। এদিনের বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সেবাশ্রমে বস্ত্রদান উৎসব ঠাকুরনগরে

সংবাদদাতা : শারদ ও দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে এবারও এলেকার দুস্থ



মানুষজনের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে ঠাকুরনগরের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের সদস্যগণ। আশ্রমের অন্যতম সদস্য ভাস্কর বসু জানান, এদিন উপস্থিত ৫০ জন দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়ের হাতে নতুন পোষাক এবং মহিলাদের হাতে শাড়ি কাপড় দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। আশ্রমের সম্পাদক সুভাষবাবু জানান, বস্ত্রদান ছাড়াও শীতকালীন সময়ে দরিদ্র মানুষজনকে শীতবস্ত্র কফল ও প্রদান করা হয়। এদিনের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের সভাপতি ধর্মপ্রাণ কমল চক্রবর্তী সহ গুরুভাই ও বোনেরা।

অন্যতম গুরুভাই ভাস্করবাবু আরোও জানান যে, বস্ত্র বিতরণ ছাড়াও আশ্রমের পক্ষ থেকে এলেকার বিভিন্ন স্কুলে বিবেক বাহিনী তৈরি করে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, সেই সঙ্গে সপ্তাহে একদিন মায়েদের নিয়ে মা সারদার জীবনি পাঠ ও তাঁর কর্ম ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এলেকাবাসী সকলে সেবাশ্রমের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠিত সুচেতনা'র ভাষা উৎসব

সংবাদদাতা : গত ১৫ অক্টোবর অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারের কাকলি অনুষ্ঠান গৃহে মঙ্গলদীপ প্রোজেক্টলন ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে— ও আনন্দলোকে মঙ্গললোকে সংগীতের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় চাঁদপাড়া সুচেতনা বাংলা চর্চা কেন্দ্র আয়োজিত বাৎসরিক ভাষা উৎসব ২০২৫এর।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ বি.এড কলেজের অধ্যাপক ড. সুবীর সেন, চাঁদপাড়ার বাণী বিদ্যাবীথির প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, সহ-শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস, অসীম মণ্ডল, শিক্ষিকা পুতুল ঘোষ, শিক্ষক মনোজ বিশ্বাস, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, তরণ মণ্ডল প্রমুখ। সুচেতনার প্রাণপুরুষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা শিক্ষক মনোরঞ্জন ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। শিক্ষার্থীগণ সকল বিশিষ্ট জনদের পুষ্পস্তবক, ব্যাজ, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে

নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্য বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন, বাস্তব পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার অম্মিতা ও মর্যাদা রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। গুনীজন সংবর্ধনায় উদ্যোক্তারা এদিন ঢাকুরিয়া কালীবাড়ির বাসিন্দা কল্যাণী এইমস্ মেডিকেল ভর্তি হবার সুযোগ পাওয়া

চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির প্রাক্তন পড়ুয়া রাজু মণ্ডলকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সুচেতনার শিক্ষার্থীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। জাতীয় সংগীতের সাথে ছোট পড়ুয়া পল্লবী ঘোষের নৃত্যানুষ্ঠান ও প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী জয়ন্ত দে'র সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি উপলক্ষ্যে পরিবেশিত সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় শিক্ষার্থী রীমি ঘোষের প্রশংসার দাবি রাখে।

নিউ প্রি. সি. জুয়েলার্স

২২/২২ ক্যারেট হলমার্ক যুক্ত এবং আধুনিক ডিজাইনের সোনার গহনা প্রস্তুতকারক।

ধনতেরাম ধামাকা ছাড়

রূপার গহনার মজুরীর উপর

5gm বেশী 25% ছাড়

হীরের সব গহনার মজুরীর উপর

50% - 100% ছাড়

সব গ্রহরত্নের উপর

10% ছাড়

সোনার গহনার মজুরীর উপর

2-10 gm বেশী 25% ছাড়

10-25 gm বেশী 35% ছাড়

25 gm বেশী 50% ছাড়

ধনতেরাস ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

নিউ প্রি. সি. জুয়েলার্স

১০৭, ৩৩ চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

নিউ প্রি. সি. জুয়েলার্স

বাটার মোড়, বনগাঁ

(বনগ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ প্রি. সি. জুয়েলার্স বিউটি

মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ,

উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ প্রি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ

বাটার মোড়, বনগাঁ

(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ প্রি. সি. অপটিক্যাল

বাটার মোড়, বনগাঁ

(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934

npcjewellers@gmail.com **www.npcjewellers.com**

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন

আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।